বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ

মুসলিম নারীর প্রতিদিনের সহীহ আমলঃ ১ম পর্ব

মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূলকে ﷺ দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: একটি ‘কিতাব’ বা ‘পুস্তক’ এবং দ্বিতীয়টি ‘হিকমাহ’ বা ‘প্রজ্ঞা’। এ পুস্তক বা ‘কিতাব’ হলো কুরআন কারীম, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর ‘হিকমাহ’ বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা ‘হাদীস’ নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দুই প্রকার: কুরআন ও হাদীস।

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

হে আমাদের রব! এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন , এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন। অবশ্যি তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান। সূরা বাকারাঃ ১২৯

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশী। সূরা নিসাঃ ১১৩

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন প্রভুর নিকট থেকে আদম সন্তানের পা সরবে নাঃ জিজ্ঞাসা করা হবে

তার বয়স সম্পর্কে, কি কাজে সে তা অতিবাহিত করেছে,
তার যৌবন সম্পর্কে কি কাজে সে তা বিনাশ করেছে;
তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে
আর কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে এবং
সে যা শিখেছিল তদনুযায়ী কি আমল সে করেছে?

সহীহ তিরমিজীঃ ২৪১৬ [মা প্র] ২৪১৯ সুনান আত তিরমিজী (ই ফা)

সহীহ বলতে কি বুঝি? কিভাবে বুঝবো এটা সহিহ?

রাসূলুল্লাহ -ﷺএর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়। রাসূল সা বলেছেন- মহান আল্লাহ সমুজ্জ্বল করুন সে ব্যক্তির চেহারা, যে আমার কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করল ও মুখস্থ করল এবং যে তা শুনে নি তার কাছে তা পৌঁছে দিল।' এ অর্থে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩৩-৩৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৩২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৪-৮৬; ইবনু হিববান, আস-সহীহ ১/২৬৮, ২৭১, ৪৫৫;

হাদীস কাকে বলে?

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়-

•"যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বলে প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে'

তাই "হাদীস বলে পরিচিত। সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ হাদীস বলা হয।
- সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস বলা হয়।
- তাবিয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাকতূ হাদীস বলা হয়।

সহিহ শব্দের অর্থ: শুদ্ধ, নির্ভুল, সুস্থ, সঠিক, সত্য, প্রকৃত ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন,

هو ما نقله العدل تام الضبط متصل السند غيرمعلل ولا شاذ

"যে হাদিস মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, রাবী (বর্ণনাকারী) আদিল (সততা ও ন্যায়-নীতিমান) ও পূর্ণ আয়ত্ত শক্তির অধিকারী হয় এবং সনদটি শায (অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত নয়) কিংবা মুআল্লাল (হাদিসের মূল মতন গোপন ত্রুটি যুক্ত) নয়-এমন হাদিস কে সহিহ বলে।

সহিহ হাদীসঃ

হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য ৫টি শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা:

- ১. অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হওয়া। অর্থাৎ এমন অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হওয়া যে বর্ণনা সূত্রের কোথাও একজন বর্ণনাকারীও বাদ পড়ে নি।
- ২. বর্ণনা সূত্রের প্রত্যেক বর্ণনাকারী সততা, আদর্শ ও ন্যায়-নীতিতে প্রশ্নাতীত থাকা।
- ৩. বর্ণনাকারী পূর্ণ আয়ত্ত শক্তির অধিকারী হওয়া অর্থাৎ হাদিস আয়ত্ত বা সংরক্ষণের কোনও ত্রুটি না থাকা- চাই তা মুখস্থ রাখা বা লিখে রাখার ক্ষেত্রে হোক।
- ৪. শায না হওয়া অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিপরীত না হওয়া।
- ৫. হাদিস বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে হাদিসের মতনে কোন ধরণের সূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা না পড়া।

হাসান হাদীসঃ হাসান শব্দের অর্থ: সুন্দর, ভালো, চমৎকার, উত্তম ইত্যাদি।
এর পারিভাষিক অর্থ হল, যে হাদিসের মধ্যে সহিহ হাদিসের সকল শর্ত যথাযথভাবে পাওয়া যাবে একটি শর্ত ছাড়া। তা হল, হাদিস সংরক্ষণ। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহিহ হাদিসের তুলনায় কিছুটা ঘাটতি থাকবে।
ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, "হাসান এবং সহিহ হাদিস সমপর্যায়ের স্মৃতিশক্তি বা হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছাড়া। সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিশক্তি বা হাদিস সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হওয়া শর্ত কিন্তু হাসান হাদিসের বর্ণনাকারী সে স্তরে পৌঁছা শর্ত নয়।" (আল আসইলাতুল ফাইকা, হা/৬৪-ALUKAH)
মর্যাদার দিক দিয়ে হাসান হাদিস সহিহ হাদিস থেকে একটু কম মর্যাদা সম্পন্ন তবে গ্রহণযোগ্য। অন্য ভাষায়, হাসান হাদিস সহিহ ও জইফের মাঝামাঝি পর্যায়ের হাদিস।

ضعيفএর আভিধানিক অর্থ দুর্বল। ইমাম নববী [রহ:]বলেন, যে হাদীছে সহীহ ও হাসান হাদিসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকেই যঈফ হাদিস বলে। [ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ১৭]

যয়ীফ ওই সকল হাদিসকে বলা হয়, যার মধ্যে সহীহ এবং হাসানের শর্তগুলো পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে না। অর্থাৎ, রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি, বা তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, বা সনদের মধ্যে কোন একজন রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমানিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, বা অন্যান্য প্রমানিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয় কোন হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে ঐ হাদিসটি যঈফ বলে গণ্য।

জইফ হাদিস

কিছু মুহাদ্দিস বা আলেম ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার নিমিত্তে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দ্বা'ঈফ হাদিস বর্ননা ও এর উপর আমল করা বৈধ বলেছেন যেমন:

- ১. দ্বা'ঈফ হাদিস ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও পাপ থেকে সতর্ককারী সম্পর্কিত হওয়া।
- ২. কঠিন দ্বা'ঈফ না হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া
- ৩. দ্বা'ঈফ হাদিসের মূল বিষয় কুরআন বা সুন্নায় মওজুদ থাকা।
- ৪. হালাল-হারাম সংক্রান্ত না হওয়া।
- ৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দ্বা'ঈফ হাদিসের ক্ষেত্রে বিশ্বাস না করা। এ চারটি শর্তে দ্বা'ঈফ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ।

তবে জমহুর ওলামাদের বিশুদ্ধ মতে যঈফ বা দুর্বল হাদিস কখনোই আমালযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যঈফ বা দুর্বল প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরও তার উপর আমল করা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। এ মতের পক্ষে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদিস বর্জনযোগ্য বলেছেন[দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীসিয যঈফ]

জঈফ হাদিস বর্জনীয় মর্মে সালফে সালেহীনের মানহাজের যুগ শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইমামের মন্তব্যঃ

2 শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন, ‘শরী‘আতের কোন বিষয়ে ছহীহ ও হাসান হাদীছ ব্যতীত যঈফ বা দুর্বল হাদিসের উপর নির্ভর করা জায়েয নয়’[মাজমূউল ফাতাওয়া, ১/২৫০ পৃ.]

3 ইবনুল ‘আরাবী [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন, ‘যঈফ হাদিসের উপর আমল করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয’[তাদরীবুর রাবী, ১/২৫২ পৃ.] আর এই মতটিকেই ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ]গ্রহণ করেছেন [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৭-৬৭; তামামুল মিন্না, পৃ. ৩৬]

4 শায়খ ইবনে উছাইমীন [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন, যঈফ হাদিসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর নামের সঙ্গে সম্পৃক্তও করা যাবে না...
[উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দারব, টেপ নং ২৭৬]

5 শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘যঈফ হাদিস অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, আহকাম ও ফাযায়েল কোন বিষয়েই যঈফ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ নয়’ [তামামুল মিন্নাহ ৩৪ পৃঃ]

অনেক মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বা ভুল উভয় প্রকার মিথ্যা হাদীসকেই তাঁরা মাউদূ' موضوع হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। বাংলায় আমরা মাউদূ (মাউযূ) অর্থ বানোয়াট বা জাল বলতে পারি।

'ওহী'র নামে মিথ্যা প্রচারের দুটি পর্যায়: প্রথমত: নিজে ওহীর নামে মিথ্যা বলা ও দ্বিতীয়ত: অন্যের বলা মিথ্যা গ্রহণ ও প্রচার করা।

যে কোনো সংবাদ বা বক্তব্য গ্রহণে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। সূরা হুজুরাতঃ ৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মহান আল্লাহ সমুজ্জ্বল করুন সে ব্যক্তির চেহারা, যে আমার কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করল ও মুখস্থ করল এবং যে তা শুনে নি তার কাছে তা পৌঁছে দিল।' এ অর্থে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩৩-৩৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৩২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৪-৮৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১/২৬৮, ২৭১, ৪৫৫;

রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন :

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

'তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।' বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/১৯৯, মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯।

আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺমিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলেন,

'খবরদার! তোমরা আমার নামে বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যে আমার নামে কিছু বলবে, সে যেন সঠিক কথা বলে। যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলি নি তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।' ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/১৪; আলবানী, সহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ ১/২৯;

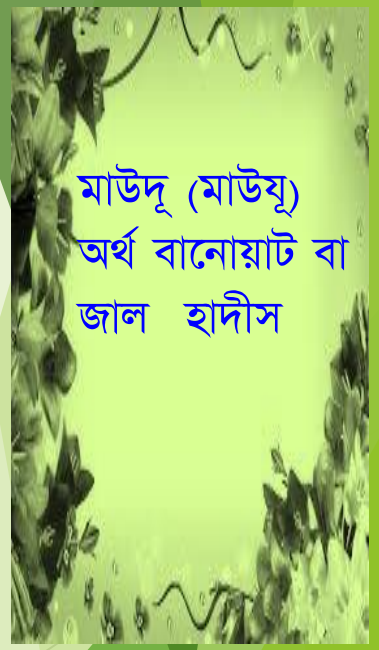

আবু মূসা মালিক ইবনু উবাদাহ আল-গাফিকী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সর্বশেষ ওসীয়ত ও নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَسَتَرْجِعُوْنَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ- أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا- فَمَنْ حَفِظَ شَيْئاً فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ও অনুসরণ করবে। আর অচিরেই তোমরা এমন সম্প্রদায়ের কাছে গমন করবে যারা আমার নামে হাদীস বলতে ভালবাসবে। যদি কারো কোনো কিছু মুখস্থ থাকে তাহলে সে তা বলতে পারে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কিছু বলবে যা আমি বলি নি তাকে জাহান্নামে তার আবাসস্থল গ্রহণ করতে হবে।আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি), আল-মুসনাদ ৪/৩৩৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৯৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৪৪।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

'শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষদের মধ্যে আগমন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এরপর মিথ্যা হাদীসগুলো শুনে সমবেত মানুষ সমাবেশ ভেঙ্গে চলে যায়। অতঃপর তারা সে সকল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে বলে: আমি এক ব্যক্তিকে হাদীসটি বলতে শুনেছি যার চেহারা আমি চিনি তবে তার নাম জানি না।'মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২।

যদি কোনো হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নিভুলতা সম্পর্কে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে ও মিথ্যা হাদীস বলার পাপে পাপী হবে।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

'একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে। মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০।

নিয়মিত আমলঃ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঐ আমল, যা নিয়মিত করা হয়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সা কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেনঃ যে আমল নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হোক। তিনি আরোও বললেন, তোমরা সাধ্যমত আমল করে যাও। [বুখারীঃ ৬০২১]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে সেই আমল রাসূল (সাঃ) এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। [বুখারীঃ ৬০১৮]

যাদের ইল্‌ম আছে আমল নেই, তাদের উদাহরণ দিয়ে কোরআন মাজিদে বলা হয়েছে- ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

তাঁরা হল ঐ গাধার মত, যে গাধা পিঠে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে চলে। (সুরা জুম'আঃ ৫)

ইলম অনুযায়ী আমল না করলে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে:

হাদিসে এসেছে: "তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে-যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যায়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তার স্বীকার করবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ এই জ্ঞান দ্বারা তুমি কী করেছো?

জবাবে সে বলবে: আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা (অন্যকে) শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞানার্জন করেছিলে এজন্যে যে, লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যে, লোকেরা তোমাকে কারী (কুরআন পাঠক) বলবে। আর তা তো বলা হয়েছে।

তারপর আল্লাহর আদেশ ক্রমে তাকেও উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (৪৭৭০) অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

সময়ের কসম। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত কিন্তু তারা নয়,
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।
সূরা আসর

শরিয়ত নির্দেশিত আমল সম্পর্কিত ছয়টি বিষয়কে বুঝতে পারলে আমল সম্পর্কে একটি ধারণা পূর্ণাঙ্গ লাভ করতে পারা যায়। যথা

১. ইবাদত বা প্রার্থনা : যেমন সালাত, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি;
২. মুআমালাত বা লেনদেন : সততা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা রক্ষা করা, হারাম উপার্জন বন্ধ করা; ওজনে কম না দেয়া, অন্যের হককে সম্মান করা; আমানত নষ্ট না করা ইত্যাদি;
৩. মুআশারাত বা আচার-আচরণ : শিষ্টাচার, সম্প্রীতি ও কল্যাণমূলক কাজ করা;
৪. সিয়াসাত বা রাষ্ট্রনীতি : কুরআন-হাদিস নির্দেশিত রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তনে কাজ করা;
৫. ইকতিসাদিয়াত বা অর্থনীতি : কুরআন-হাদিস মোতাবেক অর্থব্যবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবসাবাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা;
৬. দাওয়াত ও জিহাদ : আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও শরিয়া পরিপন্থী সংস্কৃতি উৎখাত করতে প্রয়োজনে লড়াই সংগ্রাম করা।

নিয়মিত আমলঃ ৪০% অভ্যাসবশত কাজ + সফল ব্যক্তিদের রুটিন

সফলতার শীর্ষে অবস্থান আমাদের প্রিয় রাসূল সা এর নিয়মিত আমলের সংক্ষিপ্ত চিত্রঃ

ফজরঃ ঘুম থেকে উঠা- দু'আ পাঠ-মিসওয়াক ও অযু-সুন্নাত সালাত-অপেক্ষা ফরজ সালাতের-ফরয সালাত-দু'আ আযকার ও সাহা রা দের সাথে কথা বার্তা-সূর্যোদয় পর্যন্ত-ইশরাকের সালাত আদায়-পরিবারের কাছে-নাস্তা থাকলে খাওয়া অন্যথায় সাওম-মদীনার বিভিন্ন জায়গা কল্যান কাজ- মেয়ে ও নাতিদের বা অসুস্থদের খোঁজ-পরিবারে আসা দুহা সালাত- পরিবারের কাজে সহায়তা- খাবার গ্রহন-কায়লুলা-জোহর সালাত-খুতবাহ বা বক্তব্য দান-মদিনায় বের হয়ে খোজ খবর-আসর পড়া-পরিবারে সময় মূলত শিক্ষামূলক-মাগরিব সালাত-পরিবারে আসা-ডিনার করা-ইশা সালাত-বিশেষ বন্ধু সাহাবার সাক্ষাত-পরিবারে নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে ঘুম- নিজস্ব তাহাজ্জুদ-স্ত্রীকে নিয়ে বিতর সালাত- কখনো ঘুমাত্নে ১-২ ঘন্টা/কবর স্থানে চলে যেতেন-ঘুম থেকে উঠে পরদিন শুরু।

নিয়মিত আমলের উদাহরনঃ

"ওযীফা" অর্থ নিয়মিত বা নির্ধারিত কর্ম, নির্ধারিত কর্ম তালিকা, দৈনন্দিন কর্ম ইত্যাদি। মুমিন নিজের জন্য প্রতিদিনের যে সকল কর্ম পালনের নির্ধারিত তালিকা বা কর্মসূচী তৈরি করেন তাকেই 'ওযীফা' বলা হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ

"হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো নফল আমল গ্রহণ কর; কারণ তোমরা ক্লান্ত না হলে আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হলো যে কর্ম নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়। আর মুহাম্মাদের (সা.) বংশের (তিনি ও তাঁর পরিজনের) নিয়ম ছিল কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ী রাখা।" সহীহ বুখারী ৫/২২০১, নং ৫৫২৩, সহীহ মুসলিম ১/৫৪০, নং ৭৮২।

• যিকর সমূহযিকরের জন্য কুরআন ও হাদীসে বিশেষ ৬ টি দৈনন্দিন সময় উল্লেখ করা হয়েছে: (১). সকাল, (২). বিকাল, (৩). সন্ধ্যা, (৪). ঘুমানোর আগে, (৫). শেষ রাত্রে ও (৬). পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় সকাল। মুমিনের জীবনের প্রতিদিন শুরু হবে আল্লাহর যিকররের মধ্য দিয়ে।

ব্যবহারিক কিছু আমলঃ

-পরিবারের সদস্যদের সালাম প্রদান ও মূল্যবান ও কার্যকরী সময়দান

- মুসাফাহা করা
- হাসি দিয়ে কথা বলা বা নিজকে উপস্থাপন
- স্বামীর ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও সন্তানের প্রয়োজনে সহযোগীতা করা
- আত্মীয় প্রতিবেশীর খোঁজ নেয়া (ফোন ও সরাসরি)
- সাদাকা করা ও অতিথি আপ্যায়ন করা
- কোন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়া বা অংশগ্রহন (পরিবার/প্রতিবেশী/আত্মীয়/ কলিগ/মিসকীন/ফকির)

--হারাম, বিদ'আতী, নাজায়েয কাজ থেকে দূরে থাকা।

-- আত্মপর্যালোচনা করা ও ইস্তেগফার করা

- সালাত সমূহঃ ফযর,ইশরাক, দোহা, যোহর,আসর,মাগরিব,ইশা,তাহাজ্জুদ, আযানের পর ২রাকাত সালাত, তাহিয়্যাতুল অযু ২রাকাত সালাত,
- প্রতি অযুর পূর্বে বা সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা, আযানের জবাব দেয়া,

প্রাত্যহিক আমলের একটি রুপরেখা

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ব্যক্তিগত আত্মিক ও শারিরীক উন্নয়নে করনীয়ঃ ঘুম, খাওয়া দাওয়া ও হালকা ব্যয়াম/হাঁটা

নিত্যদিনের কাজের ধারা	নিত্যদিনের আমল
আযান এর জবাব, ২ রাকআত সালাত ও দু'আ	কিছু মুখস্থ করা-কুর'আন/হাদীস
মিসওয়াক সহ অযু	তাজবীদের নিয়ম রিভিশন করা
তাহাজ্জুদ সালাত ও তাওবা ইস্তিগফার,দু'আ	আরবী শব্দার্থ শেখা
ফযর সালাত,যিকর,তিলাওয়াত,ইশরাক সালাত	দূরে অবস্থান রক্ত সম্পর্কীয় খোঁজ নেয়া
নাস্তা ও সাদাকা করা	কমপক্ষে একজনকে সদুপদেশ দেয়া
বিশ্রাম ও কুর'আন অধ্যয়ন	কারো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা
সাংসারিক কাজ/ প্রফেশনাল ডিউটি	আর্থিক সহযোগীতা করা
দোহা সালাত	রোগী দেখতে যাওয়া/ সেবা করা
যোহর সালাত ও যিকর	পারিবারিক তালিম করা
লাঞ্চ ও কাউকে খাদ্য খাওয়ানো(খাদ্য/অর্থ)	আত্মপর্যালোচনা করা ও সংশোধিত হওয়া
কায়লুলা বা বিশ্রাম	
হাদীস পাঠ,ইসলামিক বই/লেকচার শুনা	সাপ্তাহিক আমলঃ
আসর সালাত ও যিকর	সূরা কাহাফ পাঠ
সম্পর্ক উন্নয়ন ও দাওয়াতী কাজ	বেশী বেশী দরুদ পাঠ ও দু'আ করা
মাগরিব সালাত ও যিকর	প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম রাখা।
পরিবারের সদস্যদের সাথে সময়	
পারিবারিক কাজ	মাসিক আমলঃ
কুর'আন তেলাওয়াত/তালিম/দাওয়ার কাজ	সাওমঃ চান্দ্র মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ।
ইশা সালাত,যিকর ও বিতর সালাত	পরিবারের সদস্যের নিয়ে ঘুড়ে আসা
পরিবারের সকলের সাথে ডিনার	
সূরা মূলক ও আস সাজদাহ পাঠ	বাৎসরিক আমলঃ
ঘুমের পূর্বের প্রস্তুতি যিকর	রমাদান মাসে সাওম, তারাবীহ সালাত,
অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে ঘুম	রমাদান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ
	ঈদ সালাত, শাওয়াল মাসের ৬টি সাওম,
	হজ্জ ও উমরা,যাকাত,
	যিলহজ্জ ১০দনি আমল,আরাফা সাওম
	আশুরার সাওম (৯,১০ বা ১০,১১মহররম)

ওযু

ওযুর পূর্বের যিকর :

بسم الله আল্লাহর নামে। অথবা,
بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে।

ওযুর পরের যিকর-১

أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ (وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে এরপর উক্ত যিকর পাঠ করে তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। সহীহ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪।

ওযুর পরের যিকর-২

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ ، واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ

দু'আটি ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে উপরের যিকরের (শাহাদাতের) পরে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদ সহীহ

ওযুর সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া বা মাসেহ করার সময় যে সকল দু'আ পাঠ করা হয় তা সবই 'মাউযূ' বা বানোয়াট মিথ্যা হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে একটি দু'আও বর্ণিত হয়নি। নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ৫৭, ইবনুল কাইয়েম, আল-মানারুল মুনীফ (আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ), পৃ. ১২০, আলী কারী, আল- আসবারুল মারফূআ, পৃ. ৩৪৫।

ওযুর পরের যিকর-৩

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি কেউ ওযু করার পরে উপরিউক্ত দু'আটি বলে, তাহলে তা একটি পত্রে লিখে তার উপর সীলমোহর অঙ্কিত করে রেখে দেওয়া হবে। কিয়ামতের আগে সেই মোহর ভাঙ্গা হবে না। হাদীসটির সনদ সহীহ। নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ৬/২৫, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২/১০০, সহীহুত তারগীব ১/১৬৬-১৬৭।

তাহিয়্যাতুল ওযুঃ যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযু করে এরপর নিজের সমগ্র মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের সমগ্র অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে) এবং এভাবে সালাতে কী পাঠ করছে তা জেনে বুঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার সকল গোনাহ এমনভাবে ক্ষমা করা হয় যে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪, মুসতাদরাক হাকিম ২/৪৩৩, সহীহুত তারগীব ১/১৫৫।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّن

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে।" সহীহ বুখারী ১/২২১, নং ৫৮৬, সহীহ মুসলিম ১/২৮৮, নং ৩৮৩।

উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন- মুয়াযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে, শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন। এ হাদীসে তিনি আরো বলেনঃ

من قال ... من قلبه دخل الجنة

"এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সহীহ মুসলিম ১/২৮৯, নং ৩৮৫।

(وأنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً

অর্থঃ "এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে (সা.) নবী হিসাবে।"

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুআযযিনকে শুনে উপরের বাক্যগুলি বলবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সহীহ মুসলিম ১/২৯০, নং ৩৮৬, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/২২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪/৫৯১।

প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব:

আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে নামায আছে, প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে নামায আছে। তিনি তৃতীয়বারে বলেছেন: যে ব্যক্তি চায়।"[সহিহ বুখারী (৬২৭) ও সহিহ মুসলিম (৮৩৮)]

প্রথম বাক্যটিতে (والفضيلة) (ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে (والدرجة الرفيعة) (এবং সুউচ্চ মর্যাদা) বলা হয়। দ্বিতীয় বাক্যটি দু'আর শেষে: (إنك لا تخلف الميعاد) (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা। এই দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৪১০, (৬০৩-৬০৪)। আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস নির্ভর।

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, যারকানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াহ) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মাসনূন দু'আর মধ্যে এই ভিত্তিহীন বাক্যটি বৃদ্ধি করা সুন্নাত বিরোধী ও অন্যায়।

আযানের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে অবহিতকরণ। আযান হচ্ছে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ; আর ইক্বামত হচ্ছে নামাযের কর্ম সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ।

সালাতের পরে যতক্ষণ মুসল্লী সালাতের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন।আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إذا صلى المسلم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تدعوا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم

"যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকেন: হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন, যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায়।" হাদিসটির সনদ সহীহ। সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৭২, সহীহুত তারগীব ১/২৫১।

বিশেষ যিকর সমূহঃ

১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-হামদুলিলল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ১০০ বার (লা ইলাহা ইললল্লাহু)-এর পরিবর্তে ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুলিল শাইয়্যিন কবাদীর' পড়া যাবে। ফজরের পরে ও আসরের পরে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় ১০০ টি গাযওয়া বা অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই যিকরগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে।)ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র পরিবর্তে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুলিল শাইয়্যিন কাদীর' ১০০ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১৩, নং ৩৪৭১, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২০৫, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩।

বিশেষ যিকর সমূহঃ

ফজর ও মাগরিবের পরের যিকর

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ وَلَهُ الـحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ (بِيَدِهِ الـخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু (বিইয়াদিহিল খাইরু) ওয়া হুআ 'আলা- কুলিল শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

বিভিন্ন হাদীসে ফজর সালাতের পরেই সালাতের অবস্থায় পা ভেঙ্গে বসে থেকেই ১০০ বার অথবা ১০ বার এই যিকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মাগরিব সালাতের পরেই না নড়ে এবং পা না গুটিয়ে ১০ বার বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবু যার (রাঃ), আব্দুর রাহমান ইবনু গানম (রাঃ), উমারাহ ইবনু শাবীব (রাঃ), আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর এবং ফজরের সালাতের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে এই যিকরটি ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বারের জন্য জন্য ১০ টি সাওয়াব লিখবেন, ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন, তাঁর ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ঐদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে পাহারা দেওয়া হবে। ঐদিনে শির্ক ছাড়া কোনো গোনাহ তাঁকে ধরতে পারা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বলবে সে ছাড়া অন্য সবার চেয়ে সে ঐ দিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে গণ্য হবে।" বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত

اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم - التواب الغفور

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়াতুব্ ‘আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বুর রাহীম (অন্য বর্ণনায়: [তাওয়াবুল গাফূর])।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল করুণাময় (অন্য বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল)।”

একজন আনসারী সাহাবী বলেনঃ (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة) “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাতের পরে এই দু’আ বলতে শুনেছি ১০০ বার।”

এই হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحي (ركعتي الضحي) ثم قال ...

“রাসূলুল্লাহ (সা.) দোহার বা চাশতের [দুই রাক’আত] সালাত আদায় করেন। এরপর এই দু‘আ ১০০ বার পাঠ করেন।”

দুটি বর্ণনাই সহীহ। প্রথম বর্ণনা অনুসারে সকল সালাতের পরেই এই দু‘আ মাসনূন বলে গণ্য হবে। তবে অন্তত ‘সালাতুদ দোহার’ পরে এই দু‘আটি ১০০ বার পাঠ করার বিষয়ে সকল যাকিরের মনোযোগী হওয়া উচিত।

বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ১/২১৭, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, পৃ. ২৩০-২৩২, নং ৪৮১/৬১৮, ৪৮২/৬১৯, মুসনাদু আহমাদ ২/৮৪, মুসনাদু আহমাদ ২/৮৪, মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ৬/৩৪, নাসাঈ, কুবরা ৬/৩১-৩২।

বিশেষ যিকর সমূহঃ

Incorrect

جزاكم الله خيرا